প্রথম আলো

তারিখ ... 27 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১০... কলাম ...২...

খোলা আকাশের নিচে পাঠদান

অবিলম্বে বিদ্যালয় ভবনগুলো মেরামত করুন

সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে পাবনা জেলাতেই ৬১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর খুব উদ্বেগজনক। কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্যান্য জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোও। বুধবার *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে, পাবনা জেলার পাশাপাশি যশোরের একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও খোলা আকাশের নিচে গাছের ছায়ায় ক্লাস করছে। এসব বিদ্যালয়ের ভবনগুলো ফাটল, পলেস্তারা খসে পড়াসহ এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে সেগুলো আর ক্লাস-পরীক্ষা নেওয়ার উপযোগী নয়। যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এ অবস্থায় সরকারকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমস্যার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে। সামনে বর্ষাকাল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে কালবৈশাখীর প্রকোপ লক্ষ করা যাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন বিদ্যালয়গুলোর মেরামত ও পুনর্নির্মাণের আবেদন জানিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখেও জবাব পায়নি। নব্বই দশকে স্বল্পব্যয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল, যা ভূমিকম্প সহনীয় নয় বলে স্বীকার করেছেন কর্মকর্তারা। প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত এই দেশে এ ধরনের দুর্বল ভবন নির্মাণের কারণ কী? যশোরের এফএমবি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটি ছয় বছর আগে মৌখিকভাবে পরিত্যক্ত ঘোষণার পরও ক্লাস-পরীক্ষা চালানোর বিষয়টিও রহস্যজনক। এই ছয় বছরে সরকারের বিদ্যালয়টি পুনর্নির্মাণ বা মেরামত না করারই বা কী কারণ?

কেবল যশোর বা পাবনাতেই নয়, এ ধরনের ভঙ্গুর বিদ্যালয় ভবন সারা দেশেই রয়েছে। সেগুলো মেরামত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুনর্নির্মাণ না করা পর্যন্ত পড়াশোনায় মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটবে। বিরোধী দলের হরতাল-অবরোধের কারণে বছরের শুরুতে প্রায় তিন মাস শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো ক্লাস করতে পারেনি। এখন যদি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত থাকার কারণে আরেকবার পড়াশোনায় ছেদ ঘটে, তাহলে সেই দায় সরকারকেই নিতে হবে।

আমরা আশা করব, পাবনা, যশোরসহ বিভিন্ন জেলার প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেসব বিদ্যালয় ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলো দ্রুত মেরামত করা হবে। এ ব্যাপারে গাফিলতি বা বিলম্ব কাম্য নয়।